শান্তি শৃঙ্খলা উন্নয়ন

নিরাপত্তায় সর্বত্র আমরা

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী

সদর দপ্তর, খিলগাঁও, ঢাকা-১২১৯।

৪৩তম জাতীয় সমাবেশ

বিশেষ ক্রোড়পত্র

২৯শে মাঘ, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ
১২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

সহযোগিতায়ঃ তথ্য অধিদফতর এবং চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রাষ্ট্রপতি

বাণী

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ৭৫তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী এবং ৪৩তম জাতীয় সমাবেশ উপলক্ষ্যে আমি বাহিনীর সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী দেশের সর্ববৃহৎ শৃঙ্খলা ও জনসম্পৃক্ত বাহিনী। ১৯৪৮ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে মহান ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধসহ দেশের সকল প্রয়োজনে আনসার বাহিনী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। আমি মহান মুক্তিযুদ্ধসহ বিভিন্ন সময়ে আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় আত্মত্যাগকারী বীর আনসার সদস্যদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী দেশের আইন শৃঙ্খলা রক্ষা এবং জননিরাপত্তা বিধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। দেশের যানজট নিরসনে ট্রাফিক পুলিশের সাথে দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি সরকারি-বেসরকারি গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন স্থাপনা এবং প্রকল্পসমূহে নিরাপত্তা বিধানে এ বাহিনীর সদস্যরা নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করছে। এছাড়া বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগ মোকাবিলায় এ বাহিনীর সদস্যরা সাহসিকতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। নিয়মিত প্রশিক্ষণের পাশাপাশি এ বাহিনী যুব ও নারীদেরকে বিভিন্ন পেশায় বিনামূল্যে কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে কাজ করে যাচ্ছে। আমি আশা করি, 'শান্তি, শৃঙ্খলা, উন্নয়ন, নিরাপত্তায় সর্বত্র আমরা'- এ মূলমন্ত্রে দীক্ষিত বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সকল সদস্য মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও সেবার মহান আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা বিনির্মাণে দেশের উন্নতি, অগ্রগতি ও জননিরাপত্তায় আত্মনিয়োগ করবে।

আমি বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ৭৫তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ও ৪৩তম জাতীয় সমাবেশ উপলক্ষ্যে গৃহীত কর্মসূচির সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা।
খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে আনসার বাহিনীর ভূমিকা

ভূমিকা: *"আপনাদের পাশে এসে যুদ্ধ করার জন্য পুলিশ, ইপিআর, বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও আনসারদের সাহায্য চান।"* - জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাদানকালে বঙ্গবন্ধুর এমন আহ্বান প্রমাণ করে - আনসারদের ওপর কতটা আস্থা ও বিশ্বাস ছিল তাঁর। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার পর পরই পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর হাতে আটক হন বঙ্গবন্ধু। তবে তাঁর আহ্বান ভুলে যাননি আনসার বাহিনীর সদস্যরা। দেশকে শত্রুমুক্ত করতে নিজেদের সর্বস্ব নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন। নিজেরা সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণের পাশাপাশি সাধারণ মানুষদেরকে প্রশিক্ষণ দেন। তাদের হাতে তুলে দেন বাহিনীর ৪০ হাজার থ্রি-নট-থ্রি রাইফেল। ঢেলে দেন নিজেদের বুকের তাজা রক্ত। অসামান্য ত্যাগ-তিতিক্ষার মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে অবদান রেখে গৌরবময় ইতিহাস রচনা করেন বীর আনসার সদস্যরা।

১৯৭১ সালের মার্চ মাস। উত্তাল দেশ, উৎকণ্ঠিত দেশের মানুষ। বিরাজ করছে চরম উত্তেজনা। ক্ষমতার পালাবদল, নাকি নতুন রাষ্ট্রের অভ্যুদয়! পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর থেকেই ক্ষমতা হস্তান্তরের নামে পাকিস্তান সামরিক বাহিনী শুরু করে টালবাহানা। সেটি বুঝতে বঙ্গবন্ধু আর বাঙালিদের সময় লাগেনি। মার্চের শুরুর দিকেই স্বাধীনতার ইশতেহার ঘোষণা করা হয়। উত্তোলন করা হয় নতুন পতাকা। আর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) এক ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন- যা প্রতিটি বাঙালির হৃদয়ে স্পন্দন সৃষ্টি করে, নতুন আশার আলো সঞ্চার করে, স্বাধীনতার জন্য উজ্জীবিত করে। সেদিন অন্যদের সঙ্গে আনসার বাহিনীর সদস্যরাও উপস্থিত থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য শপথ গ্রহণ করেন। সেখান থেকে শুরু করে মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রতিটি ক্ষেত্রে নিজেদের কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন তারা।

দেশের তরে আনসার বাহিনীর জন্ম: ১৯৪৭ সালে ধর্মের ভিত্তিতে ভারত-পাকিস্তানের জন্ম হলে প্রায় ১ কোটি ২০ লাখ মানুষ উদ্বাস্তু হয়ে পড়েন। প্রাণ হারায় প্রায় কমপক্ষে ৫ লাখ মানুষ। নিজের পিতৃভূমি ত্যাগ করে শুধু একটু আশ্রয়ের খোঁজে সাধারণ মানুষ দেশান্তরিত হন। দেশের এমন ক্রান্তিলগ্নে সারাদেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে মি. জেমস বুকাননের নেতৃত্বে ১৯৪৮ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি গঠন করা হয় আনসার বাহিনী।

ভাষা আন্দোলনে আনসার বাহিনীর অবদান: মহান ভাষা আন্দোলন বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রথম সোপান। পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের পরই ভাষা নিয়ে দুই অঞ্চলের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। দুই ভূখণ্ড মিলে দেশের জনসংখ্যার ৫৬ ভাগ বাঙালিদের মুখের ভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায় পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকরা। পূর্ব বাংলায় শুরু হয় আন্দোলন। সেই আন্দোলন থামাতে শেখ মুজিবুর রহমানসহ অনেককে গ্রেফতার করা হয়। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। সেদিন বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে বাংলাদেশের ছাত্র-জনতা মিছিল বের করে। তাতে নির্বিচারে গুলি করে পুলিশ। ঢাকার রাস্তা রঞ্জিত হয় সালাম, বরকত, শফিউরের তাজা রক্তে। সেদিন অন্যদের সঙ্গে শহিদ হন আনসার কমান্ডার আব্দুল জব্বার।

যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনে আনসার বাহিনী: ১৯৫৪ সালের নির্বাচন বাংলাদেশের স্বাধীনতার পথে স্মরণীয় মাইলফলক। ৫৪ সালে পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট দেশের জনগণের জন্য ২১ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে। এর মধ্যে ১৯নং দফায় আনসার বাহিনীকে সশস্ত্র বাহিনীতে পরিণত করার ঘোষণা দেয়া হয়। যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন করার কিছু দিন পর পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী এই সরকার ভেঙে দেয়।

পাক-ভারত যুদ্ধে আনসার বাহিনী: ১৯৬৫ সালের পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যকার যুদ্ধ বাঙালিদের মধ্যে স্বাধীনতার তৃষ্ণা বাড়িয়ে দেয়। তখনই তারা সবচেয়ে বেশি অরক্ষিত থেকে যায়। ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে পূর্ব বাংলার সীমান্ত চৌকিগুলো অরক্ষিত রেখে দেয় পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক সরকার। তখন দেশের ভূখণ্ড রক্ষা করতে সীমান্ত চৌকিগুলোতে দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করে আনসার সদস্যরা।

ছয় দফা ও আনসার বাহিনী: ১৯৬৬ সালে পাকিস্তানের লাহোরে ৫ ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমান ছয় দফা দাবি পেশ করেন। ৬ ফেব্রুয়ারি বিভিন্ন পত্রিকা সেটিকে বিচ্ছিন্নতাবাদী হিসেবে আখ্যা দেয়। ফলে শেখ মুজিবুর রহমান ও তাজউদ্দিন আহমদের ভূমিকা সংবলিত " ছয় দফাঃ আমাদের বাঁচার দাবি" নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়। এ পুস্তিকায় ৬ নং দফার ব্যাখ্যায় শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, "এই দফায় আমি পূর্ব পাকিস্তানের মিলিশিয়া বা প্যারামিলিটারি রক্ষীবাহিনী গঠনের সুপারিশ করিয়াছি। এ দাবি অন্যায়ও নয়, নতুনও নয়। একুশ দফার দাবিতে আমরা আনসার বাহিনীকে ইউনিফর্মধারী সশস্ত্র বাহিনীতে রূপান্তরিত করার দাবি করিয়াছিলাম।" বঙ্গবন্ধুর এই ব্যাখ্যা থেকে স্পষ্ট হয় যে, বাংলাদেশের স্বায়ত্তশাসনের জন্য যে মিলিশিয়া বা প্যারামিলিটারি রক্ষীবাহিনীর কথা ছয় দফায় উল্লেখ করা হয়েছিল, তা আনসার বাহিনীকে ইঙ্গিত করেই বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন।

১৯৭০ সালের নির্বাচন ও আনসার বাহিনী: ১৯৭০ সালের নির্বাচন বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য মঞ্চ তৈরি করে দিয়েছিল। তখন ভোট কেন্দ্রের নিরাপত্তার জন্য ১ লাখ ২০ হাজার আনসার সদস্য দায়িত্ব পালন করেছিল। দেশের মানুষের মতো তাদের মনেও স্বাধীনতার স্বপ্ন ছিল। সেই স্বপ্নের বাস্তবায়নে দেশের মানুষকে শান্তিপূর্ণভাবে ভোট দানে অবদান রাখে আনসার বাহিনীর সদস্যরা।

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণে আনসার সদস্যরা: ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। জনসাধারণের সঙ্গে নিজেদের ইউনিফর্ম পড়ে সভাস্থলে যোগ দেন আনসার সদস্যরা। জাতির পিতার আহ্বানে স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য শপথ নেন তারা।

বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে পরামর্শে আনসার পরিচালক: ১৯৭১ সালের নির্বাচনের পর ক্ষমতার পালা-বদল নিয়ে উত্তেজনা বিরাজ করছে, তখন ফেব্রুয়ারি মাসে আনসারের পরিচালক ডিআইজি আব্দুর রহিম উচ্চ শিক্ষার জন্য বিদেশ চলে যান। আনসারের উপপরিচালক জহুরুল হক ভারপ্রাপ্ত পরিচালকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পূর্বের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ফেব্রুয়ারি মাসে ৬৩ হাজার আনসারের শীতকালীন প্রশিক্ষণ ক্যাম্প ৬৩টি সাব-ডিভিশনে শুরু হয়। ফলে আনসাররা সুসংগঠিত হওয়ার সুযোগ পায় এবং প্রশিক্ষণের জন্য তাদের হাতে ৪২ হাজার অস্ত্র চলে যায়। অন্য দিকে, ১৯ দফায় আনসার বাহিনীকে আধা-সামরিক বাহিনীতে পরিণত করার ঘোষণা ছিল। এই অনুভূতিতে আনসাররাও স্বাধীনতাকামীদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়। পরিস্থিতি আঁচ করতে পেরে আনসারের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক মোঃ জহুরুল হক বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে যান এবং আনসারদের বিষয় অবগত করেন। শেখ মুজিবুর রহমান সব শুনে তাজউদ্দিন আহমেদকে বললেন, "গোপনে আওয়ামী লীগের সমস্ত স্তরের কর্মীদের বলে দাও যেন তারা আনসারদের সাথে মিলে মিশে সব কিছু করে"। বঙ্গবন্ধু ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণে রিলিফ কমিটিতে সাহায্যর আহ্বান জানান। তখন আনসার অফিসার এসোসিয়েশন ফান্ড থেকে ১ হাজার টাকা আওয়ামী লীগের ফান্ডে জমা দেয়ার জন্য নিয়ে গেলে বঙ্গবন্ধু বলেন, আনসাররা তো স্বেচ্ছাসেবক, নিজেরাই গরীব মানুষ, তারা কেন চাঁদা দিবে? এটার কোনো দরকার নাই।" তখন আনসারের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক মোঃ জহুরুল হক বলেছিলেন, "এটা সার্ভিস এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে দেওয়া হচ্ছে। যেমন অন্যান্যরা দিয়েছে। এটা না নিলে আনসারদের অবহেলা করা হবে।" তখন বঙ্গবন্ধু টাকা গ্রহণ করে জমার রশিদ দিতে বলেন, "টাকাটা ফান্ডে জমা দাও এবং জনৈক বন্ধুর থেকে প্রাপ্ত বলে একটা রশিদ নিয়ে আস। আনসার বা জহুর ভাইয়ের কোনো নাম উল্লেখ করো না।"

মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে আনসারের ৪০ হাজার রাইফেল: আনসারের অস্ত্র ও গোলাবারুদ জেলা ও মহকুমায় পুলিশের ম্যাগজিনে সংরক্ষিত থাকত। কিন্তু শীতকালীন প্রশিক্ষণ ক্যাম্প চলায় আনসারদের হাতে ৪২ হাজার অস্ত্র ও প্রয়োজনীয় গোলবারুদ চলে যায়। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চে বঙ্গবন্ধুর ভাষণের পর দেশের পরিস্থিতি যখন দ্রুত পাল্টাতে থাকে, তখন আনসার পরিচালক জানতে পারেন যে সাভার, ঝিনাইদহ, যশোর এবং আরও কয়েকটি স্থান থেকে পাকিস্তানি সৈন্যরা ক্যাম্পের রাইফেল ও গোলাবারুদ তুলে নিয়ে গেছে ও প্রশিক্ষণ বন্ধ করে দিতে বলেছে। প্রশিক্ষণ যাতে বন্ধ না হয় এবং বাকি অস্ত্রগুলি যাতে বাঙালিদের হাতছাড়া না হয় এর জন্য আনসারের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক মোঃ জহুরুল হক বিভিন্ন জনের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। কিন্তু আশানুরূপ সফলতা পাননি। ফলে নিজে পুলিশের বেতার কেন্দ্রের মাধ্যমে সকল জেলা ও মহকুমার কর্মকর্তাদেরকে টেলিগ্রাফ করে জানিয়ে দেন যে, আনসারের প্রশিক্ষণ চলমান থাকবে এবং তাদের অস্ত্র ও গোলাবারুদ নিজেদের কাছে রাখবে। এরপর পাকিস্তান সেনাবাহিনীও আর কোথাও থেকে কোনো অস্ত্র-গোলাবারুদ জব্দ করেনি। ফলে প্রায় ৪০ হাজার থ্রি-নট-থ্রি রাইফেল বাঙালিদের কাছে থেকে যায়। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে "অপারেশন সার্চ লাইট" নামে রাজারবাগ পুলিশ লাইন ও পিলখানায় পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী হামলা করে। আনসার সদর দপ্তর আবাসিক এলাকায় অবস্থিত হওয়ায় এবং কোনো অস্ত্রাগার না থাকায় তারা সেখানে অভিযান চালায়নি। "অপারেশন সার্চ লাইট" এর কার্যক্রমের অপারেশন আদেশের ১২ নং নির্দেশে লেখা ছিল: "All Ansar Rifles to be got hold of" (আনসারদের সমস্ত রাইফেল হস্তগত করতে হবে)। পাকিস্তানিরা সাভারে ২ হাজার আনসারের একটি প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে হামলা করতে যায়। ততক্ষণে আনসাররা সেখান থেকে সরে পড়ে। এভাবে প্রায় ৪০ হাজার থ্রি-নট-থ্রি রাইফেল ও গোলাবারুদ নিয়ে মহান মুক্তিযুদ্ধে শামিল হয় আনসার সদস্যরা। তাদের কাছে থাকা রাইফেলই ছিল মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রাথমিক প্রতিরোধের মূল হাতিয়ার।

মুজিবনগরে "গার্ড অব অনার" প্রদান: ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। ১০ এপ্রিল গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রথম সরকার গঠন করা হয়। বর্তমান মেহেরপুর জেলার মুজিবনগরে (তৎকালীন বৈদ্যনাথ তলায়) ১৭ এপ্রিল গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রথম সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে প্লাটুন কমান্ডার ইয়াদ আলীসহ মোট ১২ জন বীর আনসার সদস্য "গার্ড অব অনার" প্রদান করেন। "গার্ড অব অনার" এ নেতৃত্ব দেন মহকুমা পুলিশ প্রশাসক মাহবুব উদ্দিন।

যুদ্ধের ময়দানে আনসার সদস্যরা: মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের আগে আনসার বাহিনী পুরোপুরি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ছিল। বাহিনীর নিজস্ব কর্মকর্তা দ্বারা বাহিনীটি পরিচালিত হতো। তবে পরিচালক হিসেবে পুলিশের ডিআইজি পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা ছিলেন। কিন্তু মহান মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার আগেই তিনি উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশ চলে যান। ফলে আনসারের উপপরিচালক মোঃ জহুরুল হক ভারপ্রাপ্ত পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকেই আনসার সদস্যরা গ্রামাঞ্চলে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। আনসার কর্মকর্তা ও সদস্যরা সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে চলে যান। সেখানে তারা প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে দায়িত্ব পালন করেন। বিশেষ করে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণে তারা প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া সরাসরি যুদ্ধেও তারা অংশগ্রহণ করেন।

মুজিবনগর সরকারে আনসার কর্মকর্তাবৃন্দ: সরাসরি যুদ্ধের ময়দানে কাজ করা ছাড়াও মুজিবনগর তথা প্রবাসী সরকারে আনসারের বেশ কয়েকজন কর্মকর্তা দায়িত্ব পালন করেছেন। স্বরাষ্ট্র, ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়ের অধীনে দায়িত্ব পালন করেন: জেলা আনসার অফিসার মোঃ শরীফুল হক ও রশিদ বখত মজুমদার, মহকুমা আনসার অফিসার সৈয়দ হাবিবুল বারী, আনসার অফিসার আকরাম হোসেন, একেএম হুমায়ূন, আব্দুল হান্নান, মোঃ জহির উদ্দিন আবুল বাসার প্রমুখ।

পাকিস্তান সরকারের রোষানলে আনসার বাহিনী: ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল মুজিবনগর সরকারের প্রতি আনসার সদস্যরা তাদের আনুগত্য প্রকাশ করে। তাদের অস্ত্র মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে তুলে দেন এবং কর্মকর্তাসহ হাজার হাজার আনসাররা মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। এতে পাকিস্তান সরকার ১৯৭১ সালের আগস্ট মাসে আনসার বাহিনীকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।

মহান মুক্তিযুদ্ধে উৎসর্গ: বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে আনসার বাহিনীর ৬৭০ জন সদস্য শাহাদতবরণ করেন। তাদের মধ্যে ১০ জন কর্মকর্তা, ৩ জন কর্মচারী ও ৬৫৭ জন আনসার সদস্য ছিলেন। তাদের মধ্যে যশোরের জেলা অ্যাডজুট্যান্ট আবুল হোসেন, পাবনার জেলা অ্যাডজুট্যান্ট কে এম বরকত, নোয়াখালীর জেলা অ্যাডজুট্যান্ট এ এস এম হাবিবুল্লাহ উল্লেখযোগ্য। যুদ্ধাহত কর্মকর্তা-কর্মচারী ছিলেন ০৪ জন ও আনসার সদস্য ৯৬ জন।

শ্রেষ্ঠত্বের খেতাব: মহান মুক্তিযুদ্ধে অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তিন জন আনসার সদস্যকে বীরত্বের পুরস্কার (Gallantry Awards) প্রদান করেন। তারা হলেন: চাঁদপুরের বীর বিক্রম প্লাটুন কমান্ডার শহিদ এলাহী বক্স পাটোয়ারী, মাগুরার বীর প্রতীক প্লাটুন কমান্ডার মোঃ গোলাম ইয়াকুব ও মেহেরপুরের বীর প্রতীক শহিদ ওয়ালিউল হোসেন।

উপসংহার: ১৭৫৭ সালে পলাশীর প্রান্তরে বাংলার স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয়। দীর্ঘ ত্যাগ-তিতিক্ষার পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলার মানুষের বুকের তাজা রক্তের বিনিময়ে আজ আমরা পেয়েছি স্বাধীন বাংলাদেশ, বিশ্বের বুকে একটি নিজস্ব মানচিত্র, পেয়েছি লাল-সবুজের পতাকা, স্বগৌরবে মাথা উঁচু করে বলতে পারছি বাংলা আমার ভাষা, বাংলাদেশ আমার দেশ। জাতি হিসেবে এটাই আমাদের সর্বোচ্চ অর্জন। আর এই অর্জনের একমাত্র রূপকার সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং এর গর্বিত অংশীদার বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী। জন্ম লগ্ন থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা- সংগ্রামের প্রতিটি অধ্যায়ে আনসার বাহিনীর সদস্যরা যে অবদান রেখেছে, তা ইতিহাসে সব সময় স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে থাকবে।

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল খোন্দকার ফরিদ হাসান, বিজিবিএম, পিবিজিএম (বার), এনডিসি
অতিরিক্ত মহাপরিচালক, বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বাণী

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ৪৩তম জাতীয় সমাবেশ-২০২৩ অনুষ্ঠিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষ্যে আমি এ বাহিনীর সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং সদস্যকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

১৯৪৮ সালে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর রয়েছে এক গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস। ভাষা আন্দোলন ও মহান মুক্তিযুদ্ধে এ বাহিনীর সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল উল্লেখযোগ্য। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে সাড়া দিয়ে এ বাহিনীর সদস্যরা মহান মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। মুক্তিযুদ্ধের প্রারম্ভে আনসার সদস্যগণ ৪০ হাজার থ্রি-নট-থ্রি রাইফেল মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে তুলে দেন। ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল ১২ জন বীর আনসার সদস্য মুজিবনগরের আম্রকাননে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রথম সরকারকে 'গার্ড অব অনার' প্রদান করে এ বাহিনীকে করেছে গৌরবান্বিত। ভাষা শহিদ আনসার কমান্ডার আব্দুল জব্বারসহ মহান মুক্তিযুদ্ধে জীবন উৎসর্গকারী ৬৭০ জন বীর আনসারসহ সকল শহিদকে গভীর শ্রদ্ধা জানাই।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী দেশের সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ও সাফল্যের অন্যতম অংশীদার। জনসম্পৃক্ত সুশৃঙ্খল এ বাহিনী গুরুত্বপূর্ণ সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, পরিবার পরিকল্পনা, জনস্বাস্থ্য, দুর্যোগ মোকাবিলা, পরিবেশ রক্ষা, বৃক্ষরোপণ, নারী ও শিশু পাচার রোধ এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাসহ বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রমে অনবদ্য অবদান রাখছে। নারীর ক্ষমতায়ন, জনকল্যাণ ও উন্নত জাতি গঠনে প্রায় ৬১ লক্ষ সদস্যের এ বাহিনীর বহুমুখী উন্নয়নমূলক কর্মতৎপরতা সত্যিই প্রশংসনীয়। এছাড়াও খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে এ বাহিনীর সদস্যরা অসামান্য কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে চলছে।

আওয়ামী লীগ সরকার এ বাহিনীর আধুনিকায়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধিতে নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বাহিনীর সদস্যদের জন্য নতুন পোশাক প্রবর্তন, পারিবারিক রেশন প্রদান, সাধারণ আনসারের রেশন সামগ্রীর পরিমাণ বৃদ্ধি, সাহসিকতা ও সেবামূলক কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ রাষ্ট্রীয় পদক প্রবর্তন, কর্মকর্তাদের জন্য বিভিন্ন গ্রেডে নতুন পদ সৃজন, টিআইদের পদোন্নতি এবং কর্মকর্তা, কর্মচারী ও ব্যাটালিয়ন সদস্যদের বৈদেশিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়াও একটি বিশেষায়িত গার্ড ব্যাটালিয়নসহ নতুন আনসার ব্যাটালিয়ন গঠন, ব্যাটালিয়ন আনসার সদস্যদের স্থায়ীকরণের মেয়াদ হ্রাস এবং আনসার ব্যাটালিয়নের তিনটি পদবির বেতন গ্রেডের ধাপ উন্নীত করা হয়েছে। বাহিনীর অবকাঠামোসহ সর্বক্ষেত্রে আধুনিকায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এর অংশ হিসেবে ইতোমধ্যে রেঞ্জ, জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সংবলিত ভবন নির্মাণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

জাতীয় ও স্থানীয় নির্বাচন, বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসব ও জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ যে কোনো প্রয়োজনে এ বাহিনীর সদস্যরা আত্মনিবেদিত ও সদা তৎপর। বৈশ্বিক মহামারি করোনা সংক্রমণের শুরুতেই মৃত্যু ঝুঁকি উপেক্ষা করে জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম, মাস্ক ও লিফলেট বিতরণ, শ্রমিক সঙ্কটকালে কৃষকের ফসল ঘরে তোলা, ত্রাণ বিতরণ এবং হাসপাতালে আগত রোগীদের সহায়তাকরণসহ কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে নিবন্ধন কার্যক্রমে সহযোগিতা ও কোভিড-১৯ বিশেষায়িত হাসপাতালে দায়িত্ব পালনে এ বাহিনীর সদস্যদের সাহসী উদ্যোগ সত্যিই প্রশংসনীয়।

আমি আশা করি, বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রতিটি সদস্য দেশ প্রেম ও মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে বাহিনীর সুনাম, ঐতিহ্য ও মর্যাদা অক্ষুণ্ন রেখে দেশ ও জাতির শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা ও সার্বিক আর্থসামাজিক উন্নয়নে আরও অবদান রেখে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ তথা স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে।

আমি বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ৪৩তম জাতীয় সমাবেশ- ২০২৩ উপলক্ষ্যে আয়োজিত সকল কর্মসূচির সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

বাণী

মন্ত্রী
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ও ৪৩তম জাতীয় সমাবেশ ২০২৩ উপলক্ষ্যে আমি এ বাহিনীর সকল পর্যায়ের সদস্যকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

পরম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীনতার মহানায়ক, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে; যাঁর মহান আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি আমাদের এই "সোনার বাংলা"। মহান ভাষা আন্দোলনের এ মাসে আমি আনসার কমান্ডার শহিদ আব্দুল জব্বারসহ সকল ভাষা সৈনিক এবং মহান মুক্তিযুদ্ধে শহিদ হওয়া আনসার বাহিনীর সকল বীর সদস্যকে গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি। একই সাথে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি ১২ জন অকুতোভয় বীর আনসার সদস্যদের প্রতি; যাঁরা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রথম সরকারকে আ